গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)

বিষয়ঃ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) কর্তৃক ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্র: নং	**ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম**	**সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ**	**সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ**	**সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না**	**সেবার লিংক**	**মন্তব্য**
০১	উপকারভোগীদের জন্য সকল সরকারি / বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার তথ্য প্রাপ্তি সহজিকরণ	এসডিএফ-এর প্রকল্পভুক্ত গ্রাম পর্যায়ের কমিউনিটি উপকারভোগীদের জন্য সকল সরকারি / বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার তথ্য প্রাপ্তি সহজিকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সেবাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ তার তালিকা প্রস্তুত করে তা প্রতিটি গ্রাম সংগঠন, ক্লাস্টার এবং জেলা অফিসে প্যানাফ্লেক্সে টাঙিয়ে রাখা হয় যাতে সহজে সবোদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে সোব প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়। যেমন- প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও কৃষি অফিস থেকে বিভিন্ন ভ্যাকসিন, প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা সেবা, কৃমিনাশক ট্যাবলেট ও উন্নতমানের বীজ, মাছের পোনা ও উন্নত প্রযুক্তি প্রাপ্তি ইত্যাদি।	এসডিএফ এর আওতাধীন ২টি প্রকল্প (এসআইপিপি-২ ও এনজেএলআইপি) এর মেয়াদ শেষ হওয়ায় সেবাটি বর্তমানে কিছু এলাকায় চালু আছে। তবে চলতি অর্থবছরে সেবাটি আরইএলআই প্রকল্পভুক্ত সকল এলাকায় চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।	চালুকৃত এলাকায় সুফলভোগীরা প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছেন।		২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেবাটি পাইলটিং করা হয়েছিল।
০২	বিশুদ্ধ পানির অভাবজনিত এলাকায় কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন ও সুলভ মূল্যে সরবরাহকরণ।	এসডিএফ-এর এনজেএলআইপি-এর আওতাভুক্ত ৫টি জেলার (বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেট) ৪৩১ টি গ্রামে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক, আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজ থাকায় সুপেয় বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে । উপকারভোগীগণের মধ্যে আর্সেনিক ও আয়রণমুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর অর্থায়নে এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার এর কারিগরী সহায়তায় পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এসডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম সমিতির যৌথ উদ্যোগে গঠিত প্লান্ট বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপকারভোগীদের	আইডিয়াটি কার্যকর ও চালু আছে।	চালুকৃত এলাকায় সুফলভোগীরা প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছেন।		২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেবাটি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার ০২টি গ্রামে পাইলটিং করা হয়েছিল।

১৩/১০/২২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্র: নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		অংশগ্রহণে গঠিত কমিটি প্লান্টটি বাস্তবায়ন করছে । উক্ত কমিটি প্লান্টটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে। প্লান্টটির মাধ্যমে পানিতে থাকা আর্সেনিক, লবণ, আয়রন ও ম্যাংগানিজ দূরীকরণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে, উক্ত এলাকার পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমে গেছে।				
০৩	কমিউনিটি রিসোর্স টিমের মাধ্যমে আইজিএ (আয়বর্ধক কর্মকান্ড) প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন	বর্তমানে প্রকল্প এলাকার গ্রাম পর্যায়ের আইজিএ প্রশিক্ষণগুলো প্রকল্প কর্মকর্তা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে রিসোর্স পারসন এর সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়। ফলে প্রকল্পভুক্ত গ্রাম পর্যায়ের কমিউনিটি সদস্যদের আয়বর্ধক কর্মকান্ড (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় এবং কমিউনিটি সদস্যদের সংশ্লিষ্ট আইজিএ এর যথাযথ বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়। এমতাবস্থায়, বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্ভাবনী ধারনায় সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি থেকে এলএসপি-দের (Local Service Provider) নিয়ে কমিউনিটি রিসোর্স টিম গঠনপূর্বক তাদেরকে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দক্ষ করে তাদের মাধ্যমে কমিউনিটি বান্ধব প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করে আইজিএ প্রশিক্ষণগুলো সম্পন্ন করা হবে। উপরিউক্ত উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়িত হলে কমিউনিটির সদস্যগণ স্বল্প সময়ে অল্প খরচে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।	সেবাটি বর্তমানে চালু নেই তবে চলতি অর্থবছরে সেবাটি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।	-		২০১৮-১৯ অর্থবছরে সেবাটি পাইলটিং করা হয়েছিল।
০৪	অতিদরিদ্র ও দরিদ্র বেকার যুবদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা	এসডিএফ এর প্রকল্প এলাকার অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবরা অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী । এই সকল যুবদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ অপ্রতুল । যুবকেরা যথাযথ কর্মসংস্থান সুযোগের অভাবে বিভিন্ন প্রকার অনুৎপাদনশীল ও অলাভজনক কাজে অযথা সময় ব্যয় করে থাকে । এই অবহেলিত যুবদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এসডিএফ পাইলট কর্মসূচির আওতায় এ উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছে। এই ধারণার আলোকে প্রকল্প এলাকায় বেকার যুবদেরকে চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গড়ে তোলার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।	আইডিয়াটি কার্যকর ও চালু আছে।	চালুকৃত এলাকায় সুফলভোগীরা প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছেন।		২০১৮-১৯ অর্থবছরে সেবাটি পাইলটিং করা হয়েছিল।
০৫	এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যাংকিং সেবা	গ্রামীণ ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষ বিশেষত গ্রামের নারীগণ দৈনন্দিন ব্যাংকিং সেবা ও সুবিধা হতে বঞ্চিত ।	আইডিয়াটি কার্যকর ও চালু আছে।	চালুকৃত এলাকায় সুফলভোগীরা		২০১৯-২০ অর্থবছরে সেবাটি

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্র: নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
	সহজীকরণ	তাছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে ব্যাংকের শাখাসমুহে গ্রাহকের চাপ ও চাহিদা বেশি থাকায় পিছিয়ে পড়া নারীগণ ব্যাংকিং সুবিধা পেতে তাদের অনেক কষ্ট ও জটিলতার সম্মূখীন হতে হয় । পক্ষান্তরে, এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু করার ফলে সকল ধরেণের প্রাপ্ত বয়স্ক গ্রাহক বিশেষ করে নারীগণ তাদের গ্রামের বাজার হতে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করছেন । উল্লেখ্য যে, এসডিএফ গ্রামীণ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্টির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। এনজেএলআইপি প্রকল্পের মাধ্যমে অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের যুবদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের মাধমে যুবদের আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে । এ লক্ষ্যে যুবদের কর্মসংস্থান, ঋণ প্রদান, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়তা, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনসহ নিয়মিত পরিদর্শন ও ফলোআপ সহায়তা করছে । যুবদের নিয়ে আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমের আওতায় উৎসাহী ও উদ্যোমী যুবদেরকে চিহ্নিত করে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে "উদ্যোক্তা" উন্নয়নে এজেন্ট ব্যাংকিং পেশায় নিয়োজিত করে গ্রামীণ পর্যায়ে ব্যাংকিং সেবা সহজীকরণ করাই এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। উপরোক্ত বর্ণিত কাযক্রমের মেসার্স সাহা এন্টারপ্রাইজই (ডাচ বাংলা এজেন্ট ব্যাংকিং) হলো এ পাইলট কাযক্রমের সফলতার বাস্তব ও উৎকৃষ্ট উদাহরণ।		প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছেন।		পাইলটিং করা হয়েছিল।
০৬	"দলভিত্তিক ক্যাফেটেরিয়া পরিচালনার মাধ্যমে যুব উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও দরিদ্র বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি"	" দলভিত্তিক ক্যাফেটেরিয়া পরিচালনার মাধ্যমে যুব উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও দরিদ্র বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি " বিষয়ক উদ্ভাবনী ধারণাটির বিশেষত্ব হলো এটি প্রচলিত ক্যাফেটেরিয়ার মত এককভাবে বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জনের নিমিত্ত পরিচালিত হয় না বরং এটি সাতক্ষীরা জেলার নূতন জীবন জেলা কমিউনিটি সোসাইটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং এসডিএফ এর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। উদ্ভাবনী এ ধারণা মাধ্যমে গতানুগতিক ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও এককেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিবর্তে দলভিত্তিক ক্যাফেটেরিয়া ব্যবসা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। ক্যাফেটেরিয়াটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো	আইডিয়াটি কার্যকর ও চালু আছে।	চালুকৃত এলাকায় সুফলভোগীরা প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছেন।		২০২০-২১ অর্থবছরে সেবাটি পাইলটিং করা হয়েছিল।

[signature] ১০/৩/২২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্র: নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		একক মালিকানার পরিবর্তে দলীয় মালিকানা এবং গ্রামের দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত নূতন জীবন জেলা কমিউনিটি সোসাইটির মালিকানা তৈরী করা। ক্যাফেটেরিয়াটি সাতক্ষীরা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ভবনে পেশাগত কারণে অবস্থানরত সকল কর্মকর্তা -কর্মচারী এবং আগত আইন সেবাগ্রহণকারী সকল জনগোষ্টির স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ন্যায্যমূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে। আদালতে অবস্থানরত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিচার প্রার্থীসহ সকল শ্রেণীর মানুষের খাবার প্রাপ্তিতে অতিরিক্ত সময় ও অর্থ খরচ কম হচ্ছে। এই ক্যাফেটেরিয়া হতে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয় করা হয়। এসডিএফ নিজস্ব চলমান নীতিমালা অনুসরণ করে উদ্ভাবনী তহবিল প্রদানের মাধ্যমে ক্যাফেটেরিয়াটি স্থাপন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম এসডিএফ এর যুব উদ্যোক্তা ও নূতন জীবন জেলা কমিউনিটি সোসাইটির সার্বিক তত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। ধারনাটি পর্যায়ক্রমে এসডিএফ এর আওতাভুক্ত অন্যান্য জেলার প্রতিটি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ভবনে অথবা সুবিধাজনক স্থানে (বাজার গবেষণার ভিত্তিতে চিহ্নিত) সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।				